লোভের ক্ষতি সমূহ এবং অল্পতুষ্টির বরকত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

লোভের ক্ষতি সমূহ এবং অল্পতুষ্টির বরকত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: **"আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী যখন দু'জন বন্ধু পরস্পর সাক্ষাৎ করে ও মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়) আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে উভয়ের পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের আগের ও পরের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯৫১)

গর ছেহ্ হে বেহদ কুছুর তুম হো আফও গফুর,
বখ্শ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

লোভের ধ্বংসলীলা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "উয়ূনূল হিকায়াত" ২য় খন্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা করেন হযরত সাইয়েদুনা আবদুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'উয়ূনুল হিকায়াত' কিতাবে এক মন-মাতানো শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা হল: কোনো এক ঘরে এক আশ্চর্য ধরনের সাপ বাস করত। সাপটি প্রতিদিন একটি করে স্বর্ণের ডিম দিতো। ঘরের মালিক বিনা মূল্যে স্বর্ণের ডিম পাওয়াতে অত্যন্ত খুশি ছিল। ঘরের লোকজনকে সে বলে রেখেছিল, এই কথা যেন কেউ কাউকে না বলে। এভাবে কয়েক মাস গেল। একদিন সাপটি তার গর্ত থেকে বের হয়ে মালিকের ছাগলকে দংশন করল। সাপটির বিষ ছিল খুবই মারাত্মক। দেখতে দেখতেই ছাগলটি মারা গেল। ফলে ঘরের সবার রাগ হল। মেরে ফেলার জন্য তারা সাপটিতে খুঁজতে লাগল। কিন্তু ঘরের মালিক সবাইকে বুঝাল: এই সাপের একটি ডিমের দাম এই রূপ অনেক অনেক ছাগলের চেয়ে বেশি! সুতরাং তোমরা সাপটিকে মারতে যেও না। তার কথায় সবাই বিরত হল। কিছুদিন পর সাপটি তাদের পালক গাধাটিকে দংশন করল। গাধাটিও তৎক্ষণাৎ মারা গেল। এই বার মালিকও খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ডিমের লোভ! তাই সে এবারেও নমনীয় হল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: সাপটি আমাদের আরেকটি পশুকেও মেরে ফেলল। তবু অনেক ভাল, কোনো মানুষ তো মারে নি। তার কথায় সবাই চুপ থাকল। সেই থেকে দুই বৎসর কেটে গেল। সাপটি কারো কোনো ক্ষতি করল না। মালিকও দুইটি পশুকে মেরে ফেলার কথা ভুলে গেল।

পরে একদিন সাপ তার এক গোলামকে দংশন করল। বেচারাটি সাহায্য করার জন্য মালিককে খুব ডাকাডাকি করল। মুনিব তার নিকট যাওয়ার আগেই বিষক্রিয়ায় তার দেহ স্থানে স্থানে ফেঁটে যাচ্ছিল। লোকটি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বলতে লাগল: এই সাপটির বিষ তো বড়ই বিপজ্জনক!

www.dawateislami.net

সাপটি যাকেই দংশন করল, সবারই হঠাৎ মৃত্যু হয়ে গেল। এখন যদি সাপটি আমার পরিবারের কাউকে দংশন করে! এই রূপ দুশ্চিন্তায় কয়েক দিন গেল। সে অনেক ভাবল, সাপটির কী করা যায়? ধনের লোভ তার চোখকে অন্ধ করে রাখল। এই বলে সে পরিবারের সবাইকে শান্তনা দিল যে, যদিও সাপটির কারণে আমাদের অনেক ধরনের ক্ষতি হচ্ছে, তবু স্বর্ণের ডিমও তো পাচ্ছি। তাই আমার এত চিন্তিত হবার দরকার নেই।

কিছুদিন পর সাপ তার পুত্রকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার নিয়ে আসা হল। কিন্তু ডাক্তার তার কিছুই করতে পারল না। সে মারা গেল। যুবক পুত্রের অপমৃত্যুতে মা-বাবার মাথায় বজ্র হয়ে আঘাত করল। লোকটি তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল: এই সাপটিকে আমি আর জীবিত ছাড়ব না। কিন্তু সাপটিকে সে পেল না, কিছুই করতে পারল না। অনেকদিন চলে যাবার পর স্বর্ণের ডিম পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সেই কারণে লোকটির লোভের মন অস্থির হয়ে উঠল। অতএব, স্বামী-স্ত্রী দুইজনই সাপের গর্তের নিকট এল। গর্তের মুখ পরিস্কার করে দিল। জায়গাটি ধুয়ে সেখানে সুগন্ধির ব্যবস্থা করল। এভাবে তারা সাপটির সাথে সন্ধির প্রস্তাব দিল। অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবেই সে ফিরে এল। তাদেরকে পুনরায় স্বর্ণের ডিম দিতে আরম্ভ করল। ধনের লোভ তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছিল। তারা আপন সন্তানের মৃত্যুর কথাও ভুলে গিয়েছিল।

একদিন সাপ তার স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দংশন করল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেও ছটপট ছটপট করতে রকতে মৃত্যু বরণ করল। এখন লোভী ব্যক্তিটি একা হয়ে গেল। এবার সে সাপের আদ্যোপান্ত সব কথা তার ভাই-বেরাদর ও বন্ধু-বান্ধবদের বলে দিল। সবাই তাকে একই ধরনের কথা বলল: তুমি বড়ই নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছ। তুমি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছ। এখনো সময় আছে, শোধরে যাও। যত শীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপজ্জনক সাপটিকে মেরে ফেল। ঘরে এসে সে সাপটিকে মেরে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে বসে গেল। এমন সময় হঠাৎ সে সাপের গর্তের পাশে একটি মহামূল্যবান্ মুক্তা দেখতে পেল। সেটি দেখেই তার লোভী মন খুশি হয়ে গেল। ধনের লোভ তাকে সবকিছুর কথা ভুলিয়ে দিল।

www.dawateislami.net

সে বলতে লাগল: সময়ে মনের পরিবর্তন হয়। নিঃসন্দেহে সাপটির মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়ে থাকবে। তাই তো সে এখন স্বর্ণের ডিমের পরিবর্তে মুক্তা দিতে আরম্ভ করেছে। সেভাবে তার বিষও হয়ত পানি হয়ে গেছে। সেটিকে অনর্থক ভয় করার কোনো কারণ আর নাই। এই ভেবে সে সাপটিকে মেরে ফেলার কথা একদম ভুলে গেল। প্রতিদিন একটি করে মহামূল্যবান মুক্তা পাওয়াতে লোভী ব্যক্তিটি খুব খুশিতেই দিন কাটাতে লাগল। এবং সাপের আগের প্রতারণার কথা বেমালুম ভুলে গেল। একদিন সে সমস্ত স্বর্ণ ও মুক্ত একটি পাত্রে ঢালল। তারপর সেগুলোর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই রাতে সাপটি তাকেও দংশন করল। সে যখন উচ্চ স্বরে চেঁচামেচি ও চিৎকার দিচ্ছিল, তখন আশপাশের লোকজন দৌড়াতে দৌড়াতে ঘটনাস্থলে এল। অবস্থা দেখে সবাই তাকে বলল: তুমি তো সেটিকে মেরে ফেলতে অলসতা করেছ। আর লোভের কারণে তুমি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনটাই দিয়ে দিলে! লোভী ব্যক্তিটি লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। তবে স্বর্ণ ও মুক্তার পাত্রটি সে তার আত্মীয়-স্বজন আর নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দিল। তারপর কাতরাতে ছটপট ছটপট করতে করতে করুণ স্বরে বলল: আজ এই মহামূল্যবান ধন আমার দৃষ্টিতে কিছুই না। কারণ, এগুলো আজ থেকে অন্যের হয়ে যাবে। আর আমি খালি হাতেই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়ে গেল।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সম্পদের লোভ কেমন হাসি-খুশি পরিবারটিকে একেবারে উজার করে দিলো। নিঃসন্দেহে লোভের দৃষ্টি সংকুর্ণ হয়ে থাকে, যা শুধু মাত্র কিছুক্ষণের উপকারই দেখতে পায়। যার কারণে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পরিবারটির অভিবাবকের সর্তক হওয়ার সুযোগ কয়েকবার এসে ছিলো। এভাবে যে, প্রথম প্রথম তার গাধা ও গোলাম সাপের শিকার হয়ে ছিলো, যা তার জন্য সতর্ক বার্তা ছিলো, যদি সে সতর্ক হয়ে যেত এবং

[১] (উয়ূনুল হিকায়াত, আল হিকায়াতুছ ছামিনাতু বাদাল খামা মিআহ্, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ভবিষ্যতে লোভ থেকে মুক্তির চেষ্টা করত এই দুঃখজনক ঘটনাটি আটকানোর বন্দোবস্ত করতো। কিন্তু আফসোস! সে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে তা উড়িয়ে দিলো। কেননা, সেই হতভাগার তো সোনার ডিম পাওয়ার লোভ অবসাদগ্রস্থ করে রেখেছিলো। তাই সাপটি এতেই সন্তুষ্ট হলো না বরং লোভের উদাসীনতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তার ছেলে ও স্ত্রীকেও মৃত্যুর অন্তীম সুধা পান করিয়ে দিলো। ভাই ও বন্ধুদের নির্দেশ শর্তেও লোভের কারণে সেই সাপটিকে মারতে পারলো না। যার ফলে সে নিজেও মৃত্যুর মুখে পতিত হলো।

দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত,
সাছ হে কেহ বুড়ে কাম কা আঞ্জাম বুড়া হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কুরআনে পারা ৫, সূরা নিসা-র ১২৮ নং আয়াতে লোভে কথা এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ(পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অন্তরগুলো লোভ-লালসার ফাঁদে আটক রয়েছে।

তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে: লালসা অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা, এটাকে এভাবেই বানানো হয়েছে।[১]

লোভ যে কোন জিনিসের জন্য হতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত ভাবা হয় যে, লোভ শুধুমাত্র ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, অথচ তা নয়। কেননা, লোভ তো যে কোন জিনিসের আরো বেশি চাহিদার নাম। তা সম্পদ হোক বা অন্য কিছু। যেমন- শায়খুল হাদীস, হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: লালসা ও লোভের উৎসাহ খাবার, পোশাক, বাড়ী, আসবাবপত্র, সম্পদ, সম্মান, প্রসিদ্ধি

[১] (তাফসীরে খাযিন, পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ১২৮, ১/৪৩৭)

www.dawateislami.net

মোটকথা প্রত্যেক নেয়ামতেই হয়ে থাকে।[১] সুতরাং আরো সম্পদের চাহিদাকে "সম্পদের লোভী" বলা হবে। আরো খাবারের চাহিদাকে "খাবারের লোভী" বলা হবে। এমনিভাবে নেকী বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে "নেকীর লোভী", তেমনিভাবে গুনাহের বোঝা বাড়ানোকে "গুনাহের লোভী" বলবো।

লোভ কাকে বলে?

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বেশি দিন বাঁচার আশা হচ্ছে চাহিদা এবং কোন কিছুতেই তৃপ্ত না হওয়া, সর্বদা আরো বেশি চাহিদা করাকে লোভ বলে। এই দুটিই যদি দুনিয়ার জন্য হয় তাহলে মন্দ আর আখিরাতের জন্য হলে উত্তম। এজন্যই বেশিদিন বাঁচার আশা করা যে, **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করবো, তবে তা উত্তম।[২] জানা গেলো যে, লোভ ভালোও হওয়ার জন্য নির্ভর করে যে জিনিসটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তার উদ্দেশ্যের উপর। যদি তার সম্পর্ক ইবাদত ও রিয়াযতের হয় তবে তা নিন্দনীয় নয়। তাছাড়া আরো জানতে পারলাম যে, লোভ ধন-সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এর ধ্বংসাত্মকতা অন্যান্য কাজেও হতে পারে। লোভী ব্যক্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। কেননা, তার মধ্যে সর্বদা নিজের লোভকে সার্থক করার প্রবণতা চেপে বসে। আর এই ক্ষতিকর রোগটি তাকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে দেয় এবং অনেক অপমানিত হতে হয়। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাঈল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: লোভ হলো মানুষ কখনো এই জিনিস কখনো ঐ জিনিসের আকাঙ্ক্ষায় থাকা, এমনকি সে সব কিছুই অর্জন করে নিতে চায়। আর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তার বিভিন্ন ধরণের লোকের সাথে সম্পর্ক হয়। যখন তারা তার চাহিদাগুলো পূরণ করে, তখন তারা তাকে নিজের ইচ্ছা মতো নাকে রশি দিয়ে ব্যবহার করতে থাকে। সে তাদের কাছে নিজের সম্মান চাই যে, অথচ সে অপমানিত হয় এবং

---

[১] (জান্নাতী জেওর, ১১১ পৃষ্ঠা)
[২] (মিরআতুল নামাযিহ, ৭/৮৬)

www.dawateislami.net

দুনিয়ার ভালবাসার কারণে সে যখনি তাদের সামনে যায় তাদের সালাম করে এবং যখন তারা অসুস্থ হয়, তখন তাদের সহানুভূতি প্রদর্শণ করে। কিন্তু এই সকল কাজ **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না।[১] আসুন! লোভের আপদ সম্পর্কিত তিনটি (৩) বর্ণনা শুনি এবং নসীহতের মাদানী ফুল সংগ্রহ করি। যেমন-

লোভ সংক্রান্ত তিনটি (৩) নবী করীম ﷺ এর বাণীঃ

(১) "লোভের বলে অথবা তোমাদের মধ্য থেকে লোকেরা বলে যে, লোভী ব্যক্তি অত্যাচারীর চেয়ে বেশি ধোঁকাবাজ হয়। অথচ **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে লালসা থেকে বড় জুলুম আর কিবা আছে। **আল্লাহ্ তাআলা** এই বিষয়ে নিজ সম্মান, মহত্ব ও ক্রোধের কসম করে বলেন যে, জান্নাতে কোন লোভী বা কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।[২]

(২) "লালসা থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের লালসাই ধ্বংস করে দিয়ে ছিলো। লালসাই তাদেরকে মিথ্যা বলতে উৎসাহিত করেছে, ফলে তারা মিথ্যা বলতে লাগলো। অত্যাচার করতে উৎসাহিত করেছে ফলে তারা অত্যাচার করা শুরু করলো। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলো, ফলে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা শুরু করলো।"[৩]

(৩) "দুইটি ক্ষুদার্ত নেকড়েকে ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে সে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে না, যতটুকু ধন-সম্পদের লালসা এবং সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা মানুষের দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে।"[৪]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অত্যন্ত সুন্দর ও মূল্যবান উপমা।

---

[১] (মুকাশাফাতুল কুলুব, বাবু সালিস ওয়া সালাসুন, ফি ফদ্বলুন কানাআত, ১২৪ পৃষ্ঠা)
[২] (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ফসলুল আউয়াল, ২য় অংশ, ৩/১৮২, হাদীস- ৭৪০৪)
[৩] (প্রাগুক্ত, হাদীস- ৭৪০২)
[৪] (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, বাব-তা, ৪৩, ৪/১৬৬, হাদীস- ২৩৮৩)

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য হলো, মু'মিনের দ্বীন হলো ছাগলের সাদৃশ্য আর তার সম্পদের লোভ ও সম্মানের লোভ হলো ক্ষুধার্ত নেকড়ে। কিন্তু এই দু'টি নেকড়ে মু'মিনের দ্বীনকে এত বেশি ক্ষতি সাধন করে যে, যেমন প্রকাশ্যে ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ক্ষতি সাধন করে। মানুষ সম্পদের লোভে হালাল হারামের তোয়াক্কা করে না। নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে সম্পদ অর্জনের জন্য খরচ করে এবং সম্মান অর্জনের জন্য এমন যত্ন করে যে তা সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত। যেমন- আজকাল ক্ষমতা ও মন্ত্রীত্বের জন্য করা হয়ে থাকে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মোবারকা ও এর ব্যাখ্যা দ্বারা এই বিষয়টি প্রতিয়মান হয় যে, লোভের কারণে মানুষের দ্বীনে ও ঈমানে বিভিন্ন ধরণের আপদ এসে যায়। আর এটি এমনি ধ্বংসাত্মক বাতেনী রোগ যে, এতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মিথ্যা, অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কবীরা গুনাহগুলো করে বসে। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই রয়েছে যে, নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো, সম্পদের ভান্ডার বানানো, উন্নত ও দামী গাড়ীতে ঘুরা, অন্যের সম্পদ নিজের হস্তগত করা এবং দম্ভিকভাবে চলা ফেরা করার লোভ করার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষথেকে যেই নেয়ামতগুলো অর্জিত হয়েছে তার উপর তুষ্ট হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে লোভের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিৎ। কেননা, যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি লোভ ও লালসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ রয়েছে। যেমন- ২৮ পারা, সূরা হাশর-এর ৯নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে সুতরাং তারাই সফলকাম। (পারা- ২৮, সূরা- হাশর, আয়াত- ৯)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: লালসা অত্যন্ত খারাপ স্বভাব।

[১] (মিরআতুল মানাযি, ৭/১৯)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষথেকে মানুষ যে রিযিক ও নেয়ামত এবং ধন-সম্পদ বা সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে। তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে অল্পে তুষ্ট হওয়া উচিত। অন্যের সম্পদের দিকে মনোযোগ দিয়ে নিজেও তা অর্জন করার প্রত্যয়ে অস্থির হয়ে থাকা এবং সঠিক ও ভুল সব ধরণের চেষ্টা ও তদবীর করে দিন-রাত লেগে থাকাকেই লোভ ও লালসা বলা হয়। লোভ ও লালসা আসলে মানুষের জন্মগত স্বভাব।[১]

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ "মানুষের কাছে যদি সম্পদের দুইটি (২) উপত্যকাও থাকে তবুও সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মানুষের পেটকে কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুই ভরতে পারবে না।"[২]

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা দেখলেন তো! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কিরূপ বিস্তারিত ভাবে লোভ সম্পর্কে পথনির্দেশনা দিয়েছেন যে, মানুষের লোভ কখনো পুরো হয় না। যদিও তাদের স্বর্ণের উপত্যাকা দেয়া হয় তবুও আরো চাইতে থাকে। কখনো তারা এটা ভাবে না যে, ব্যস আমার আর সম্পদের দরকার নেই। কেননা, লোভের রোগ রক্তের সাথে মিশে গেছে, সুতরাং সময়ের সাথে সাথে তার লোভ কমার পরিবর্তে আরো বাড়তে থাকে। অবশেষে মৃত্যু এসে পড়ে, আর মৃত্যু তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। অবশ্য যেই সৌভাগ্যবানের নিকট অল্পে তুষ্টির দৌলত থাকে, সে প্রশান্তি ও প্রসন্নতার জীবন অতিবাহিত করে। এর বিপরীতে যার মধ্যে লোভের অমঙ্গল ভর করে থাকবে, তাকে অনেক সময় জীবিত অবস্থায় সেই লোভের পরিণাম ভোগ করতে হয়। আসুন! এমন একজন নির্বোধ ও লোভী ব্যক্তির ঘটনা শুনি, যে সম্মানে ডাল ভাত পেত। কিন্তু আরো ভাল খাবারের লোভ তাকে তার এক ধনী বন্ধুর পদলেহন করতে বাধ্য করেছিলো। যে কারণে না শুধু তার সম্মান নষ্ট হয় বরং অপমানিত ও অপদস্তও হতে হয়। যেমন-

---

[১] (জান্নাতী জেওর, ১১০ পৃষ্ঠা)

[২] (মুসলিম , কিতাবুয যাকাত, বাবু লওআন লা ইবনে আদম ওয়াদ দিন লা বাতগা সালাসান, ৫২১ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১০৪৮)

www.dawateislami.net

লালসা হলো মন্দ আপদ

এক দরিদ্র ব্যক্তির তিন ছেলে ছিলো। যা সামান্য ডাল ভাত অর্জিত হতো তা নিজেও খেতো আর তাদেরও খাওয়াতো। আর এক সন্তান পিতা দারিদ্রতা ও ডাল ভাতের জন্য বিষন্ন থাকতো। সুতরাং সে একজন ধনী যুবকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলো এবং ভাল খাবারের লালসায় তার বাড়িতে আসা যাওয়া করতে লাগলো। একদা তাদের মধ্যে কোন কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। ধনী যুবকটি তার সম্পদের অহংকারে তাকে অনেক মারলো এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিলো। তখন ঐ গরীবটি মনে মনে তাওবা করে বললো: আমার পিতার ভালবাসায় পাওয়া ডাল ভাত এই মার খাওয়া ও অপমানিত হওয়া থেকে উত্তম। যদি আমি ভাল খাবারের লোভ না করতাম তবে আমাকে আজ এতো মার খেতে হতো না এবং আমার দাঁতও ভাঙ্গতো না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটিতে বিশেষ করে ঐ সকল মানুষের জন্য অগণিত শিক্ষণীয় মাদানী ফুল রয়েছে যে, যারা জায়েয-নাজায়েয এবং হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে ধন-সম্পদ বা সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা নিজের আখিরাতকে সংকটাপন্ন করে, দ্বারে দ্বারে ঠোকর খায় এবং পরে অনুতপ্ত হয়। মনে রাখবেন! যার যতটুকু রিযিক **আল্লাহ্ তাআলা** নসীবে রেখেছেন তা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। তাই আরো বেশি পাওয়ার আশা রাখাই বৃথা। যেমন- এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার ভাইকে লোভ করার কারণে তিরষ্কার করতে গিয়ে বললো: হে আমার ভাই! একটি জিনিস তুমি খুঁজছো আর একটি জিনিস তোমাকে খুজঁছে, যা তোমাকে খুঁজছে (মৃত্যু) তুমি তা থেকে বাঁচতে পারবে না। আর তুমি যা খুঁজছো (রিযিক) তা তুমি আগে থেকেই পেয়ে বসে আছো। সম্ভবত তুমি মনে করছো যে (দুনিয়ার) লোভী হয়, সে সব কিছু পেয়ে যায়। আর যে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে সে বঞ্চিত হয়ে থাকে (অথচ এটা তোমার অনেক বড় ভুল ধারণা)।[১]

[১] (ইহ্ইয়াউল উলুম, কিতাবুল জম্মিল বুখল, বয়ান জম্মিল হিরজ, ৩/২৯৬)

www.dawateislami.net

অবশ্যই সেই ব্যক্তির এই কথাগুলো বাস্তবতা রয়েছে যে, না লোভের কারণে মানুষের রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং না এর থেকে দূরে থাকার কারণে রিযিক কমে যায়। তাই লোভ ও লালসা থেকে বেঁচে অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা চাই। কেননা, অল্পেতুষ্টিতেই উপকারিতা রয়েছে। যেখানে লোভের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে অপকারিতা রয়েছে। যেমন-

বাল'আম বিন বা'উরা ধ্বংস হওয়ার কারণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" এর ৩৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত: (বাল'আম বা'উরা) বনী ইসলাঈলের অনেক বড় আলিম ছিলো। মুস্তাযাবুদ দাওয়াত ছিলো (অর্থাৎ তার দোয়া কবুল হতো)। লোকেরা তাকে অনেক ধন-সম্পদ দিল, হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বিরুদ্ধে বদ দোয়া করার জন্য। বেচারা লোভে পড়ে গেল এবং বদদোয়া করতে চাইলো, যে বাক্য হযরত মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্য ব্যবহার করতে চাইতো তা তার জন্য বের হয়ে যেতো। অতএব **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ধ্বংস করে দিলো।

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নোমুনে, মাগার তুঝকো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ও বুনে।
কভি গউর সে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে, জু আ-বাদ থে ওয়হ মাহাল আব হে সুনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বাল'আম বিন বা'উরা যে নিজ যুগের অনেক বড় আলিম ছিলো এবং আবিদ ও যাহিদ ছিলো। তার ইসমে আযমের জ্ঞানও ছিলো। নিজের স্থানে বসেই রুহানিয়্যতের মাধ্যমে আরশে আযিম পর্যন্ত দেখে নিতো। মুসতাযিবুদ দাওয়াত ছিলো অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তার দোয়া কবুল হতো। তার শীষ্যদের তালিকাও অনেক বড় ছিলো। বর্ণিত আছে: তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের কলমের কালির পাত্র (দোয়াত) বার হাজার (১২০০০)টি ছিলো।

www.dawateislami.net

কিন্তু আফসোস! এত বড় দরবারে গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ধন-সম্পদের লোভের মোহ বাল'আম বিন বা'উলার মতো আবিদ, যাহিদ পরহেজদারকেও কোথায় নিয়ে ফেললো। লোভের কারণে সেই দূর্ভাগা **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে **আল্লাহ্র** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। ফলশ্রুতিতে **আল্লাহ্র** দরবার থেকে তিরস্কার করে দেয়া হলো। আর সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে গেলো। তার বেলায়ত কেড়ে নেয়া হলো এবং অপমান ও গ্লানি তার অদৃষ্ট হয়ে গেলো। এই কাহিনীটাতে ঐ সকল লোকদের জন্য শক্তিশালী কষাঘাত করার মতো শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের দ্বীনি বা দুনিয়াবী পদমর্যাদার কারণে মানুষের মাঝে সম্মান ও প্রসিদ্ধি এবং বিশেষ স্থান ও মর্যাদা অর্জিত হয়। কিন্তু তারা সেই মর্যাদার অপব্যবহার করে নাজায়েয ফায়দা লুটে আর শরীয়াতে সীমাতিক্রম ও আইন লঙ্ঘন করে শুধুই খেয়ানত করে না বরং **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টি ও মানুষের অন্তরে কষ্টের কারণও হয়। এমন লোকদের **আল্লাহ্ তাআলার** গোপন রহস্যের প্রতি সর্বদা ভয় রাখা উচিৎ।

দৌলতে দুনিয়া ছে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,
মেরী হাজত ছে মুঝে যায়িদ না করনা মালদার।[১]

আসুন! এবার এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক দুনিয়াদার ব্যক্তিকে করা নসীহতের উপর ভিত্তি করে এক শিক্ষনীয় কাহিনী শুনি এবং সাবধানতার মাদানী ফুল গ্রহণ করি। যেমন-

লোভী ব্যক্তি আখিরাতের ভাবনা থেকে উদাসীন হয়

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার এক দুনিয়াদার মুসলমান ভাইকে নসীহত মূলক পত্র লিখলেন যে, 'আমাকে বলুন! আপনি দুনিয়ার কাজে চুড়ান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং দুনিয়ার কাজের লালসা করেন। আপনি কি দুনিয়ায় ঐ সব কিছু পেয়েছেন যা আপনি চেয়েছেন? আপনার কি সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে?

[১] (ওয়াসাইলে বখশিশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সেই ব্যক্তি উত্তর দিলো: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! না! পাইনি। বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ভাবুন তো! যেই জিনিসের জন্য আপনি এতো লোভী তা আপনি অর্জন করতে পারেননি। তবে আখিরাত, যার দিকে আপনার কোনই মনোযোগ নেই এবং যা আপনি একবারেই চোখের আড়াল করে রেখেছেন, আর নেয়ামত কিভাবে আপনি অর্জন করবেন? আমার মনে হয় আপনি ঠান্ডা লোহায় হাতুড়ী মারছেন। (অর্থাৎ আপনি একটি অলাভ জনক কাজ করে যাচ্ছেন)[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতই সুন্দর ভাবে ঐ লোভী ও দুনিয়াদার ব্যক্তিকে নসীহত করে মাদানী চিন্তাধারা দিয়েছেন যে, দেখ! তুমি **আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করা ও নিজের কবর ও আখিরাতকে সাজানোর পরিবর্তে রাত দিন এই নিকৃষ্ট ও নশ্বর দুনিয়ার ধোঁকায় বন্দি হয়ে শুধুমাত্র নশ্বর ধন ও সম্মান লাভের লালসায় তা অর্জনের জন্য ব্যস্ত রয়েছ। অথচ যে দুনিয়া লাভের পেছনে দৌঁড়ায় দুনিয়া তাকে আরো দৌড়াতে থাকে। যে দুনিয়ার সাথে মন লাগিয়ে নেয় অবশেষে সে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। সময়, সাস্থ্য, কাল এবং পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে যেভাবে রক্ত পানি করা কষ্টের পরও যদি তোমার কাঙ্কিত ধন-সম্পদ ও দুনিয়াবী আরাম আয়েশ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারো, তবে আখিরাতের নেয়ামত এবং আরাম আয়েশ পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছানো সম্ভব? অথচ তার জন্য তুমি কোন মেহনত ও চেষ্টা করোনি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাদেরও উচিৎ শুধুমাত্র দুনিয়ার চিন্তা না করে, যত সংক্ষিপ্ত সময় দুনিয়ায় থাকতে হবে ততটুকু দুনিয়ার চিন্তা করা এবং যত দীর্ঘ সময় কবর ও আখিরাতে থাকতে হবে ততটুকু কবর ও আখিরাতের চিন্তা করা। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বুযুর্গানে দ্বীনরা দুনিয়ার কম এবং আখিরাতের চিন্তা বেশি করতেন। আর অন্যদেরও এর উৎসাহ দিতেন। যেমন-

[১] (কুতুল কুলুব, ফছলুস সামিন ওয়া ইশরুল, যিকিরিল মকালিল আউয়াল মিনাল মারাফিবাহ, ১/১৭৮)

www.dawateislami.net

দীর্ঘ সফরের সম্বল

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কা'বা শরীফের পাশে দাড়িয়ে ডাক দিলেন: হে লোকেরা! আমি জুনদুব গিফারী, এদিকে আসুন আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহের ভাইটির পাশে। যখন সকলে তাঁর আশেপাশে এসে জড়ো হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা বলুন তো! আপনাদের মধ্যে হতে যদি কেউ সফর করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে কি নিজের সাথে সফরের সম্বল নেবে না, যা তার কাজে আসে এবং তার গন্তব্যে তাকে পৌঁছাতে সাহায্য করবে? সকলে বললো: হ্যাঁ! অবশ্যই নেবে। কেন নয়! তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ (দুনিয়ার লালসা থেকে তাদের তাদের বাঁচার এবং আখিরাতের লোভের উৎসাহ দেওয়ার নসীহত দিতে গিয়ে) ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আখিরাতের সফর ঐ সফর থেকে অনেক বেশি দীর্ঘ যা আপনারা (এখানে) ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই এই সফরের জন্য ঐ সব জিনিস নিয়ে নিন যা আপনাদের উপকারে আসবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: সেগুলো কি? তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: মহান উদ্দেশ্যে হজ্ব করো, দীর্ঘ দিনের কথা মাথায় রেখে কঠিন গরমে রোযা রাখো, কবরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য রাতের অন্ধকারে নফল নামায আদায় করো, (সেই) মহা দিবসে দাঁড়ানোর কথা মনে করে ভাল কথা বলো এবং মন্দ কথা থেকে বেঁচে থাকো। কিয়ামতের কঠিনতা থেকে বাঁচার আশায় নিজের ধন-সম্পদ থেকে সদকা আদায় করো, দুনিয়ার দুটি (২) বৈঠক গ্রহণ করো একটি হলো হালাল উপার্জনের এবং অপরটি হলো আখিরাতের সন্ধানের জন্য এছাড়া তৃতীয় কোন বৈঠকের ইচ্ছা করো না। কেননা, তা উপকারের পরিবর্তে তোমাদের অপকারই করবে। এভাবে সম্পদেরও দুটি ভাগ করো, একভাগ নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হালাল ভাবে খরচ করো এবং অপর ভাগ নিজের আখিরাতের জন্য পাঠিয়ে দাও (অর্থাৎ সদকা করে দাও), এছাড়া তৃতীয় কোন ভাগ করো না। কেননা, তা তোমার অপকার করবে উপকার করবে না।

www.dawateislami.net

অতঃপর উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন: হে লোকেরা! লোভ (বেঁচে থাকো! কেননা, তা) তোমাদের জন্য ধ্বংস স্বরূপ। তোমরা কখনো লালসাকে পূর্ণতা দিতে পারবে না।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর লোভ সৃষ্টি করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই আখরাতের দীর্ঘ সফর আমাদের সকলেরই সম্মুখে এবং সফলতার সাথে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সম্বল হিসেবে অত্যধিক নেক আমলের প্রয়োজন। যদি কিয়ামতের দিনে নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার জন্য একটি নেকীও কম পড়ে যায় তবে, মা-বাবা, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তানরা কোন কাজে আসবে না। তাই যদি লোভ করতেই হয়, তবে নেকীর লোভ করুন। যেমন- আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সময়ে সময়ে আখিরাতের ভালবাসা এবং নেকীর লোভী হওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। আসুন এই বিষয়ে চারটি (৪) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনি:

(১) "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে, সে নিজের আখিরাতের ক্ষতি সাধন করে এবং যে ব্যক্তি নিজের আখিরাতকে ভালবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করে, সুতরাং নশ্বরকে (দুনিয়া) অবিনশ্বরের (আখিরাতের) উপর প্রাধান্য দাও।"[২]

(২) "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মূল।"[৩]

(৩) "يَاعَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُوْدِ وَهُوَ يَسْعٰى لِدَارِ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি আশ্চর্যজনক যে চিরস্থায়ী ঘরের (অর্থাৎ আখিরাতের) বিশ্বাস রাখে অথচ সে অস্থায়ী ঘরের (অর্থাৎ দুনিয়ার) জন্য চেষ্টা করে।"[৪]

---

[১] (সফতুস সাফওয়া, আবু যর জুনদুব বিন জুনাদাহ, ১ম অংশ, ১/৩০১-৩০২, নম্বর- ৬৪)
[২] (মুসনাদ ইমাম আহমদ, হাদীস আবি মুসা আশআরী, ৭/১৬৫, হাদীস- ১৯৭১৭)
[৩] (মুসুআতুল ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া জুজ আউয়াল, ৫/২২, হাদীস- ৯)
[৪] (মুছান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা যিকির আন আবিয়্যিনা ফিয যুহুদ, ৮/১৩৩, হাদীস- ৬১)

www.dawateislami.net

(৪) "اَحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ" অর্থাৎ ঐ বস্তুর লোভ করো যে তোমায় উপকার দেবে। **আল্লাহ্ তাআলা** থেকে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অসহায় হয়ে যেও না।"[১]

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শরফুদ্দিন নাওয়াবি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই শেষ হাদীস শরীফটি সম্পর্কে লিখেন: অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে খুবই লোভী হও এবং এর বিনিময়ে পুরস্কারের লালসা করো কিন্তু ইবাদতেও নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য প্রার্থনা করো।[২]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! যে দুনিয়াবী বিষয়ে অল্পেতুষ্টি এবং ধৈর্যই উত্তম। কিন্তু আখিরাতের বিষয়ে লোভ ও অধৈর্যই উত্তম। দ্বীনের কোন মর্যাদায় পৌঁছে অল্পেতুষ্ট হয়ো না (থমকে যেও না) আগে বাড়ার চেষ্টা করো।[৩]

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! জানতে পারলাম যে, সব লোভ মন্দ নয় বরং যে লোভ আখিরাতের কাজের সাথে সম্পর্কিত তা প্রশংসনীয় আরো জানতে পারলাম যে, মানুষ যতই নেক কাজ করুক না কেন কিন্তু নেকীর লোভ কম হওয়া যাবে না। তবে দুনিয়াবী কাজে অল্পেতুষ্ট হওয়া উত্তম কাজ। আসুন! অল্পেতুষ্টির পরিচয় এবং এর ফযীলত সম্পর্কে শুনি:

অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মানুষের **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষথেকে যাকিছু পায়, তার উপর সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসা থেকে বেঁচে থাকাকেই অল্পেতুষ্টি বলা হয়।[৪]

---

[১] (মুসলিম, কিতাবুল কদর, বাবু ফিল আমরু বিল কু'বা, ১৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬৪)
[২] (শরহে নওয়াবী, বাবুল ঈমান লিল কদরে ওয়াল আযআন লাহু, জুয: ১৫, ৮/২১৫)
[৩] (মিরআতুল আনাজিহ, ৭/১১২)
[৪] (জান্নাতি জেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আর আল্লামা মীর সৈয়দ শরীফ জুরজানী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অল্পেতুষ্টির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: هِيَ السُّكُوْنُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَأْلُوْفَاتِ অর্থাৎ মৌলিক চাহিদার বস্তু সমূহ না থাকাতেও সন্তুষ্ট থাকাই অল্পেতুষ্টি।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আসল ধনী এ নয় যে, মানুষের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা বরং আসল ধনী সেটাই যে, যদিও সম্পদ কম হয় তবু তাতে সন্তুষ্ট থাকা। কেননা, ধন-সম্পদ ওয়ালা ব্যক্তি এমন ধনী যে, তার যতই সম্পদ থাকুক না কেন আরো সম্পদের চাহিদা বাকী থেকে যায়। আর এই সম্পদ কমেও যায়, অথচ অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি এমন ধনী যে, তার কাছে যতই অল্প সম্পদ থাকুক না কেন, কিন্তু সে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে না এমনকি অল্পেতুষ্টির সম্পদে কখনো কমে যায় না। যা হোক অল্পেতুষ্টি উত্তম স্বভাব এবং যার নসীব হয়ে যায় সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল কাম। আসুন অল্পেতুষ্টি লাভের উৎসাহ অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা শুনি:

অত্যধিক ধনী কে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** বারগাহে আবেদন করলো: "ইয়া **আল্লাহ্**! তোমার বান্দার মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে?" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "আমার প্রদত্ত জিনিসে সবচেয়ে বেশি অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি।"[২]

বাস্তবিক সম্পদশালীতা

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ "অর্থাৎ সম্পদশালীতা এই নয় যে, অধিক মালামাল থাকা বরং আসল সম্পশালীতা তো অন্তর সম্পদশালী হওয়া।"[৩]

---

[১] (আত্ তারিফাতে লিল জুরজানি, বাবুল কা'ফ, তাহাতুল লফজ: কানাআত,, ১২৬ পৃষ্ঠা)
[২] (ইবনে আসাকির, মুসা বিন ইমরান বিন ইয়াছহার বিন কামেছ, ৬/১৩৯, নম্বর- ৭৭৪১)
[৩] (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুল গণী, গণীন নফস, ৪/২৩৩, হাদীস- ৬৪৪৬)

www.dawateislami.net

সফল মুসলমান

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ ،وَرُزِقَ كَفَافًا ،وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই সফল হয়ে গেলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম কবুল করলো এবং তাকে তার প্রাপ্ত অনুযায়ী রিযিক দেয়া হলো আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপর অল্পেতুষ্টিও দান করেছেন।"[১]

স্থায়ী সম্পদ

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى অর্থাৎ অল্পেতুষ্টি হলো অফুরন্ত ধন ভান্ডার।"[২]

দোয়ায়ে রাসূল

হযরত সয়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করেন: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا" অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! মুহাম্মাদ (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) পরিবার পরিজনদের শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক দান করো।"[৩]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলোতে ঐ লোকদের জন্য উৎসাহ রয়েছে যে, যারা সামান্য সম্পদ ও স্বল্প আয়ে অসন্তুষ্ট না হয়ে প্রয়োজনীয় রিযিক ও সম্পদে অল্পেতুষ্ট হয়। **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে এবং মুখে দুঃখে-কষ্টের অভিযোগ করা থেকে বেঁচে থাকে। নিঃসন্দেহে এসব এই অল্পেতুষ্টির স্থায়ী ভান্ডারের বরকত। তা ছাড়া আরো জানতে পারলাম যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও নিজ পরিবার পরিজনদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় রিযিক দান করার দোয়া করতেন।

---

[১] (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব ফিল কাফ্ফাফ ওয়া কানাআত, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৪)
[২] (আয যুহুদুল কাবীর, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৪)
[৩] (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব ফিল কাফ্ফাফ ওয়া কানাআত, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৪)

www.dawateislami.net

আমাদের উচিৎ স্বল্প সম্পদ ও আয়ে অল্পেতুষ্টি গ্রহণ করে এর বরকত অর্জন করা। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی আপাদমস্তক অল্পেতুষ্ট ছিলেন। তাদের কাছে সম্পদের কোন সম্মান ও গুরুত্ব ছিলো না। এই জন্য যে, তাঁরা **আল্লাহ্ তাআলার** দানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন ধারণ করতো। আসুন! আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে অল্পেতুষ্টি পছন্দের দু'টি (২) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও নসীহত পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করছি। যেমন-

এক ওলিয়ে কামিলের অল্পতুষ্টির ধরণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত বিখ্যাত কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" ১ম খন্ডের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেছেন: যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত সায়্যিদুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর খিদমতে "আহওয়ায" থেকে আমীর (শাসক) সুলাইমান বিন আলীর দূত বিশেষভাবে উপস্থিত হয়ে আরয করল, শাহজাদাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শাসনকর্তা আপনাকে রাজ দরবারে ডেকেছেন। হযরত সায়্যিদুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ শুকনো রুটির টুকরো দেখিয়ে জবাব দিলেন, "আমার নিকট যতক্ষণ এ শুকনো রুটির টুকরো থাকবে, ততক্ষণ আমার রাজ দরবারের চাকুরীর কোন প্রয়োজন নেই।"

মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর অল্পেতুষ্টি

এভাবে মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল-মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর অল্পেতুষ্টির আবেগ ও অভাবনীয় এবং অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত। জামেয়াতুল মদীনা হোক বা দারুল ইফতা, মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কখনো বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করেননি। মারকাযী মাজলিশে শুরা مد ظله العالی বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

কিছু দিন পূর্বে (অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের কিছু দিন পূর্বে) তাঁর বেতন (অর্থাৎ সম্মানী) বাড়াঁনো হলো। তখন তিনি আমার ঘরে নিজেই উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় ছিলেন। আমাকে বলতে লাগলেন: আমার বেতন অনেক বেড়ে গেছে, এতো বেশি বেতন আমার প্রয়োজন নেই। তাই আমার উপর দয়া করুন এবং আমার বেতন কমিয়ে দিন। ইন্তিকালের কিছু দিন পূর্বে মুফতিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের স্কুটার (মোটর সাইকেল) এবং ল্যাপটপ **(Laptop)**, কম্পিউটার ইত্যাদি সবকিছু বিক্রি করে দিলেন এবং বললেন: এখন এগুলো আমার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে একবার তিনি বাসা ভাড়া নিচ্ছিলেন তো কেউ তাঁকে পরামর্শ দিলো যে, আপনি বাসা কিনেইবা নিচ্ছেন না কেন? উত্তর দিলেন: এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত জীবন, ভাড়া বাসাই যথেষ্ট।[১]

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের ভাবনাই বা কেমন উন্নত ছিলো যে,ত যদিওবা জায়িয পন্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়াও যায়, তবুও চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং যথা সম্ভব দুনিয়ার সম্পদকে নিজের থেকে দুরে রাখতেন। আসুন! এই ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তাধারা এবং দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনিহা সম্পর্কে শুনি:

আমীরে আহলে সুন্নাতের দুনিয়ার প্রতি অনিহা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জামার বুকের দিকে দু'টি পকেট থাকে। মিসওয়াক শরীফ রাখার জন্য তিনি নিজের বাম দিকের (অন্তরের পাশে) পকেটের সাথেই ছোট একটি পকেট বানান। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন: আমি চাই যে এই উচ্চ মর্যাদার সুন্নাত (অর্থাৎ মিসওয়াক) অন্তরের পাশেই থাকুক।

[১] (মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৪৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এর বিপরীতে দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনিহার বিষয়টি এই ব্যাপার থেকে লক্ষ্য করুন যে, তিনি সর্বদা প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা রাখতে হলে ডান পাশের পকেটেই রাখতেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমি বাম পাশের পকেটে টাকা-পয়সা এজন্যই রাখি না যে, দুনিয়াবী সম্পদ আমার অন্তরে লেগে থাকবে এটা আমি মানতে পারি না। তাই আমি প্রয়োজনে টাকা-পয়সা আমার ডান পাশের পকেটেই রাখি।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপ্রয়োজনীয় সম্পদের আকাঙ্ক্ষাকে নিজের চিন্তা চেতনা থেকে বের করে দিয়ে অল্পেতুষ্টির অফুরন্ত ভান্ডার গ্রহণ করা। বিশ্বাস করুন! যদি আমাদের অল্পেতুষ্টির দৌলত নসীব হয়ে যায় তবে সম্পদের লোভের আপদ থেকে সেচ্চায় মুক্তি পেয়ে যাবো।

"হিরছ" কিতাবের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে **"হিরছ"** নামক কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। যাতে লোভ এবং অল্পেতুষ্টির অত্যন্ত অমূল্য বিষয়ের জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- লোভ কাকে বলে? লোভ কি কি জিনিসের উপর হতে পারে? এটি কত প্রকার? আমাদের কোন্ জিনিসের লোভ রাখা উচিৎ? কোন্ বিষয়ে লোভ দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতি সাধিত করে? এমন লোভকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়? সম্পদের লোভ কখন উত্তম এবং কখন মন্দ? তা ছাড়াও এর সাথে সাথে অল্পেতুষ্টির ফযীলত ও বরকত এবং অল্পেতুষ্টি সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ঘটনাও এই কিতাবে বিদ্যমান। সুতরাং সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ক্রয় করে শুধু নিজেই পড়বেন না,

[১] (ফিকরে মদীনা, ১২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বরং অন্যদেরকেও পড়ার উৎসাহ দিন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট: **www.dawateislami.net** থেকে পড়তে পারবেন, ডাউনলোডও **(Download)** করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট **(Print Out)** করতে পারবেন।

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা লোভের অপকারিতা ও অল্পেতুষ্টির বরকত সম্পর্কে শুনলাম। যাতে জানলাম যে, লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। যে মানুষের অন্তরে লোভের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়, যেন তার চোখে লালসার পর্দা পড়ে যায়। তার নিজের লাভ-ক্ষতির পরিচয় থাকে না। সে দিন-রাত ধন-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টায় লেগে থাকে। সম্পদের লালসা তাকে ধনীদের সামনে নত হওয়া, তাদের দাসত্ব বরণ করা এবং সম্পদ অর্জনের নাজায়িয পন্থা অবলম্বনে সচেষ্ট করে তোলে। এমনকি লোভ ও লালসার বদ অভ্যাস, লোভী ব্যক্তিকে অনুভূতিহীন, দয়া-মায়াহীন এবং অত্যাচারী বানিয়ে দেয়। সম্প অর্জনে সে আপন পর কারো কথা মনে রাখে না। দ্বীনি বিশ্বাসে লোভের অপকারিতা এই বিষয়টি থেকে আন্দাজ করা যায় যে, দু'টি (২) ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালকে ততটুকু ক্ষতি সাধান করতে পারে না, যতটুকু লোভ ও লালসা মানুষের দ্বীনের ক্ষতি করে। তাই দুনিয়া ও সম্পদের লোভ থেকে বেঁচে অল্পেতুষ্টি গ্রহণ করতে হবে। কেননা, দুনিয়ার সম্পদ তো ধ্বংস হয়ে যাবে আর অল্পেতুষ্টির সত্যিকার সম্পদ তো ধ্বংস হয় না। হাদীসে পাকের মতে সফলকাম ব্যক্তি সেই, যে ইসলাম কবুল করলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী যে রিযিক দান করে তার উপর ধৈর্য ধারণ ও অল্পেতুষ্টির নেয়ামত দান করে। স্বয়ং আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজ আহলে বাইতদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জন্য প্রয়োজনীয় রিযিকের দোয়া করেছেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى অপ্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং যা কিছু **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষথেকে পেত তা নিয়েই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবন অতিবাহিত করতো। যা হোক সেই পবিত্র সত্তারা নেকীর ব্যাপারে দুনিয়াবী লোভীদের চেয়েও অনেক বেশি লোভী হতেন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরও লোভের ধ্বংসলীলা থেকে হিফাযত করুন এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی পদাঙ্কা অনুসরণ করে দুনিয়াবী বিষয়ে অল্পেতুষ্টি এবং আখিরাতের বিষয়ে লোভী হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধন-সম্পদের লোভ থেকে বাঁচার, নেকীর লোভ নিজের অন্তরে সৃষ্টি করার এবং দ্বীনের বেশি বেশি মাদানী কাজ করার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই পর্যন্ত ৯৭টি বিভাগে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ "দারুল ইফতা"ও রয়েছে। আধুনিক যুগে মুসলমানদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিদিন এমন হাজারো নিত্য নতুন মাসয়ালা সামনে আসে যে, এসব মাসয়ালা সমাধানের জন্য জাগ্রত মেধা এবং উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী মুফতিয়ানে কিরামদের كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কাছে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দা'ওয়াতে ইসরামীর উদ্দোগে দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করার প্রবল ইচ্ছা জাগে। যার প্রকাশ তিনি একবার এভাবেই করেন: "اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা **১২**টি দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করবো।" اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই স্বপ্ন **১৫** শাবানুল মুয়াজ্জম **১৪২১** হিজরীতে ঐ সময় পূর্ণ হলো, যখন জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী চৌক, বাবুল মদীনা করাচীতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দোগে "দারুল ইফতা"র উদ্বোধনের মাধ্যমে হলো। আজ পর্যন্ত দারুল ইফতায় প্রায় ৪২ জন ওলামায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে মুহাদ্দিস ও মুফতিও রয়েছে। নায়েবে মুফতি এবং মুতাখাচ্ছিচও রয়েছে।

www.dawateislami.net

যা বিভিন্ন শহরে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের শরীয়াতের পথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। যেখানে শরীয়াতের পথ নির্দেশনার জন্য শুধু মাত্র সরাসরী দেখা করা নয় বরং লিখিত ফতোওয়াও সংগ্রহ করা যায়। এ ছাড়াও দারুল ইফতার অধীনস্ত বিভাগ "দারুল ইফতা অন লাইন" এর ওলামায়ে কিরামরাও অত্যন্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে টেলিফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়া থেকে জিজ্ঞাসিত মাসয়ালার যথা সম্ভব সাথে সাথেই শরীয়াত ভিত্তিক সমাধান দেন। দরুল ইফতা অন লাইন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে এই ইমেইল এডরেস **(darulifta@dawateislami.net)** এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা যাবে। দুনিয়া জুড়ে সাথে সাথেই শরীয়াতের পথ নির্দেশনা নেয়ার জন্য এই নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। নাম্বারগুলো নোট করে নিন:

০৩০০-০২২০১১২ ০৩০০-০২২০১১৩

০৩০০-০২২০১১৪ ০৩০০-০২২০১১৫

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাঁহা মে, এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাছিহোঁ

১২ মাদানী কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুভাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার, নেকীর লোভ সৃষ্টি করার, দুনিয়া এবং সম্পদের লোভ থেকে বাঁচার এবং গুনাহের পিছু ছাড়ানোর জন্য যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশীদার হোন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো "সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"য় অংশগ্রহণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দেশ-বিদেশে অসংখ্য জায়গায় ইজতিমা হয়, যেখানে অসংখ্য আশিকানে রাসূল **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি ও সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ব্যস্ততা ছেড়ে নিজেও উপস্থিত হন এবং এর বরকত অর্জন করেন। অন্যান্য ইসলামী ভাইদের ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নিজের সাথে এনে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে তুলেন। এই ইজতিমাগুলোতে তিলাওয়াত ও নাতের পাশাপাশি সুন্নাথে ভরা বয়ানও হয়। যার মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীনের মজলিশ (মাহফিল) **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মজলিশ। স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসহাবে ছুফ্ফাদের ইলমে দ্বীন শিখাতেই ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি একবার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ মসজিদে দুইটি মজলিশের পাশ দিয়ে গমন কালে ইরশাদ করেন: "দুইটি মজলিশই উত্তম, তবে একটি অপরটি থেকে ফযীলত পূর্ণ। (অতঃপর এক মজলিশ সম্পর্কে ইরশাদ করেন) এরা **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে দোয়া করে এবং তাঁর দিকেই ধ্যান করে। যদি তারা চায় তবে তাদের দান করা হবে এবং চাইলে মানা করে দেয়। (এবং অপর মজলিশ সম্পর্কে ইরশাদ করেন) এরা ফিকহি মাসয়ালা ও ইলমে দ্বীন অর্জন করছে এবং অন্যদের শিখাচ্ছে। এরাই উত্তম এবং নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।" অতঃপর তিনি এই মজলিশেই বসে গেলেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজকের এই ফিতরা ফ্যাসাদের যুগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** বিভিন্ন দেশে ও শহরে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করে উম্মতে মুসলিমাকে সুন্নাতে ভরা পবিত্র মাদানী পরিবেশ দেওয়ার পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের সম্পদে সম্পদশালী করছে। এই ইজতিমাগুলোর বরকতে দিন দিন বহু লোক গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর পথে ফিরে আসছে। আসুন! আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে একটি ঈমানোদ্দীপক মাদানী বাহার তুলে ধরছি। যেমন-

মালির (বাবুল মদীনা, করাচী) এলাকার আযিম পুরা, সবজ টাউনের স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে আসার আগে আমি দিন-রাত গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত কর ছিলাম। সৌভাগ্য বশত আমার ভাগ্যের প্রদিপ জ্বলে উঠার কারণ ছিলো যে, একদিন আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম।

[১] (দারেমী, বাবু ফি ফদ্বলুল ইলম ও আলিম, ১/১১১, হাদীস- ৩৪৯)

www.dawateislami.net

যে কিনা আগে থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আমার সাথে হিতাকাঙ্ক্ষীতা সুলভ আরচণ করতে গিয়ে আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত শুধু মুখেই দিলেন না বরং নিজের সাথেই আমাকে ইজতিমায় নিয়ে গেলেন। আর এভাবেই আমার জীবনে প্রথমবার ফয়যানে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ফয়যানে মদীনার ঝাজোল্যমান পরিবেশে আমার অন্তরের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেলো। সেখানে আমি অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করলাম। সুকণ্ঠি তিলাওয়াত, সংশোধন মূলক বয়ান, অন্তর জাগানো যিকির ও কান্নায় মুখরিত দোয়া আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে দিলো। আমি আমার বিগত জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। মাথায় সবুজ পাগড়ী সজিয়ে নিলাম এবং আমার চেহারায় দাঁড়ি শরীফের নূর দ্বারা সাজিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত আমি হালকা মুশাওয়ারাতের মাদানী কাজের উন্নতির পথে কাজ করে যাচ্ছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

জুতো পরিধান করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে জুতো পরিধান করার সুন্নাত ও আদব শুনি: প্রথমে দু'টি (২) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: ❀ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে।"[১] ❀ জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ❀ সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।"[২] ❀ পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। ❀ কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।[৩] সদরুশ শরীআ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না।[৪] ❀ যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে।

---

[১] (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৯৬)
[২] (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫)
[৩] (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯)
[৪] (বাহারে শরীয়াত, ১৬, ৩/৪২২)

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল, ১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরূদ শরীফ ও দু'টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন যে ব্যাক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার বিবগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময়ও এটা পর্যন্ত দেখবে যে সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপুর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত,আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন,পৃ: ১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"যে ব্যাক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যাক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী ,দ্বিতীয় অধ্যায়,পৃ:২৭৭)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দুরদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যাক্তি আসলো **হুযুর আনওয়ার** رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **ছরকার** رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যাক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) একহাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠ কারীর সত্তর ফিরিশতা একহাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্** তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা ﷺ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net